দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 18 MAY 1996
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬

সরকারী-বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের প্রথম পেশাগত এমবিবিএস পরীক্ষার ভাইভা বোর্ডের পরীক্ষক হিসাবে নিয়ে আসা হয় বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ থেকে একজন পরীক্ষককে। বাংলাদেশে বর্তমানে ১৩টি সরকারী মেডিক্যাল কলেজ আছে। সরকারী মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষক হিসাবে আসবেন অন্য এক সরকারী কলেজের পরীক্ষক। এটাই সরকারী নিয়ম। কিন্তু স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের ক্ষেত্রে কেন বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ থেকে পরীক্ষক আনা হলো এটাই আমাদের জিজ্ঞাসা।

এটা সর্বজনবিদিত যে, সরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীরা মেধার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। সে অনুযায়ী সরকারী মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষকগণের চাকরিও প্রতিযোগিতাভিত্তিক। তাই ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের মানই অনুমেয়।

পক্ষান্তরে সরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ভর্তির অযোগ্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যারা ভর্তির সময় লক্ষাধিক টাকা এবং মাসিক কয়েক হাজার টাকার যোগান দিতে পারে, তারাই কেবল বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ভর্তি হতে পারে। ডাক্তারী পড়া পুঁথিগত বিদ্যা নয়, এক্ষেত্রে রোগীর সংস্পর্শে আসতে হবে। উদাহরণস্বরূপ ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে রোগী থাকে ১২০০ এবং স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল হাসপাতালে ৮০০ রোগী। সে তুলনায় বেসরকারী মেডিক্যাল হাসপাতালগুলোতে ভর্তি রোগীর সংখ্যা হাতে-গোনা। তাই এসব মেডিক্যাল হাসপাতালে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক জ্ঞানের মানও প্রশ্নসাপেক্ষ। অথচ বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষকগণ (অধিকাংশই রিটায়ার্ড অথবা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে ঢোকার যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ) তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান সরকারী মেডিক্যাল কলেজসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান সরকারী মেডিক্যাল কলেজসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় উন্নত প্রমাণের প্রয়াসে নিবেদিত প্রাণ।

এ ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষকদের যদি সরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোতে বহিরাগত পরীক্ষক হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের প্রচেষ্টা হবে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের মান নিম্ন প্রতিপন্ন করা। আর এর উপায় হচ্ছে অধিক হারে পরীক্ষার্থীদের ফেল করানো।

অনেকেই হয়তো জানেন না যে, বেসরকারী কলেজের ছাত্ররা অধিক হারে ফেল করলে শিক্ষকদের চাকরি হুমকির সম্মুখীন হয় একাডেমিক কাউন্সিলের পক্ষ থেকে। কিন্তু এ সব কলেজের শিক্ষকগণ এসে সরকারী কলেজে যা ইচ্ছা তাই করে যেতে পারেন।

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষকগণ কি কারণে বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ থেকে পরীক্ষককে আমন্ত্রণ করলেন এবং কলেজের অধ্যক্ষই বা কেন এর অনুমতি দিলেন এ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভাগ্য নিয়ে এ ধরনের প্রহসনের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

একজন অভিভাবক